দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 27 DEC 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 4

২৬৫

শিক্ষাঙ্গনে

আমাদের দেশের অধিকাংশ শিক্ষকের মনে একটি ধারণা বদ্ধমূল তা হচ্ছে উপযুক্ত শ্রদ্ধা পেতে হলে তাদের কঠোর হতে হবে এবং ছাত্রদের সাথে পাঠ্যপুস্তকের বাইরে কোন আলোচনা করা চলবে না। এই ধারণা ক্রমশঃ ছাত্র শিক্ষক সম্পর্ককে জটিল থেকে জটিলতর করে তুলছে। ফলশ্রুতিতে বিদ্যালয়ে গমনের ব্যাপারে ছাত্রদের জন্মাচ্ছে প্রবল বিতৃষ্ণা। এই অবস্থা কখনও সুস্থ শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য সহায়ক নয় বরং মারাত্মক অন্তরায়। এ ক্ষেত্রে শিক্ষকেরা যদি ছাত্রদের প্রতি আর একটু সহানুভূতিশীল হন অর্থাৎ ছাত্রদের সুবিধা অসুবিধার কথা বিবেচনার সাথে গ্রহণ করেন, তাহলে সমস্যা কিছুটা দূরীভূত হবে। যেমন. অনেক সময় দেখা যায়, কোন ছাত্র সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার কারণে বিদ্যালয়ে উপস্থিত থাকতে পারলো না, উপস্থিতির দিনে শিক্ষক তার অনুপস্থিতির কারণটিকে তাচ্ছিল্যের সাথে দেখলেন এবং অন্যান্য ছাত্রদের সম্মুখে তাকে ভর্ৎসনা করলেন। এই ব্যাপারটি তার মনে দু'টি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। হয় সে পরবর্তীতে খুব ভাল ছাত্রতে পরিণত হয়ে যাবে নতুবা পড়াশোনা ছেড়ে দেবে। দ্বিতীয়টি হবার আশংকাই বেশী। যেহেতু ছাত্রদের মনমানসিকতা গঠনমূলক ধাঁচে তৈরী থাকে না। অপর দিকে শিক্ষক যদি ছাত্রটির কাজের প্রশংসা করেন এবং পাশাপাশি পড়াশোনা করবার জন্য উৎসাহ প্রদান করেন তাহলে দেখা যাবে ছাত্রটির মধ্যে আমূল পরিবর্তন ঘটেছে এভাবে শিক্ষকের সাথে ছাত্রদের সম্প্রীতির ভাব বজায় রাখতে হবে। শিক্ষকের চরিত্রের প্রভাব ছাত্রদের গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করে। পরিবারের স্নেহ সান্নিধ্যশীল পরিবেশ ছেড়ে কেউই বিদ্যালয়ের কঠোর পরিবেশে প্রবেশ করতে চায় না। তবুও জীবন গঠনের জন্য তাকে বিদ্যালয়ে যেতেই হয়। এই জন্য বিদ্যালয়ের পরিবেশটি সহজ সুন্দর ও মধুর হওয়া চাই। সর্বোপরি বিদ্যালয়ের পরিবেশটি এবং পাশাপাশি শিক্ষকের আচরণ যেন ছাত্রদের ভীতির কারণ না হয়ে দাঁড়ায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। তাছাড়া ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক সুন্দর হলে নানা গঠনমূলক কাজও সম্ভব। পাশাপাশি সমাজ সেবামূলক কাজেও ছাত্রদের নিয়োগ করতে হবে শিক্ষকদের প্রচেষ্টায়।

বিদ্যালয়ের পরিবেশের প্রতি ছাত্রদের আকৃষ্ট করবার জন্য একঘেয়েমি ক্লাসের বদলে কিছু বৈচিত্র্যময় ক্লাসের ব্যবস্থা রাখা উচিত। যেমন লাইব্রেরী, বাগান পরিচর্যা, খেলাধুলা, শরীর চর্চা, কারিগরি প্রশিক্ষণ, সাংস্কৃতিক বিষয়ক ক্লাস নেয়া যেতে পারে। এর ফলে পড়াশোনায় আগ্রহ বাড়বে অন্য দিকে বিদ্যালয়ের প্রতিও আকর্ষণ বাড়বে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বিদ্যালয়ের একটি অন্যতম আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান। এ অনুষ্ঠানে অংশ নিতে পারলে ছাত্ররা স্বভাবতঃই উৎফুল্ল হয়ে উঠে। এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদিতে অনেক সময় একটি দলের প্রাধান্য থাকে। এই ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক শিক্ষকের উচিত বারবার একই দলের প্রধান্য নিয়ে বিদ্যালয়ের নবীন প্রতিভাবানদের সুযোগ দেয়া। যদি তাদের কর্মকাণ্ডে কিছুটা অসঙ্গতি থেকেও থাকে তথাপি তাদেরকে এই বিনোদহ থেকে বঞ্চিত করা উচিত নয়। এতে বহু ছাত্র বিদ্যালয়ে যাওয়ার ব্যাপারে উৎসাহ বোধ করবে। অন্যদিকে এই আনুষঙ্গিক কর্মকাণ্ড ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কও জোরদার করবে। একজন ভাল শিক্ষক ছাত্রদের সুপ্ত প্রতিভা বিকশিত করে তাকে গঠনমূলক কাজে নিয়োজিত করতে পারেন। ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক সহজ হলে শিক্ষাঙ্গনের অন্যান্য সমস্যাও দূরীভূত হবে।

—ফারহানা ইসলাম (জয়া)।